সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে ইনোভেশন হাব-এর উদ্বোধন

রাজ্যের বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ যীষ্ণু

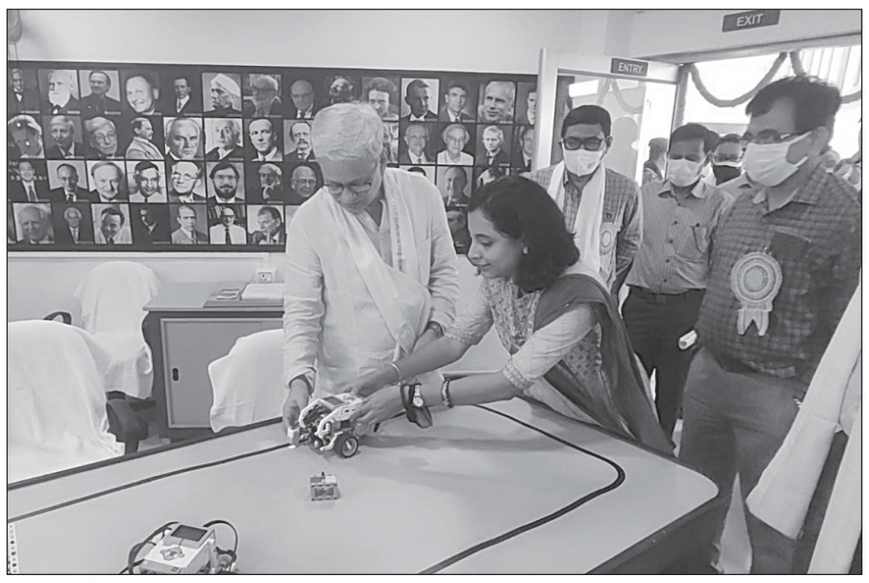

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। রাজ্যের বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছে সরকার। রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। শনিবার সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে উপমুখমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ইনোভেশন হাব-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন। নতুন ইনোভেশন হাব ও হাইড্রোপলিক গ্যালারির উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, শনিবার সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে যে নতুন ইনোভেশন হাব এর সূচনা হল সেটা যেন শুধু প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত না হয়। এখানে সারা রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে যাতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে সে বিষয়টির দিকে কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এধরণের ইনোভেশন হাব গড়ার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। তিনি বলেন, আমাদের নতুন শিক্ষা নীতিতে বলা আছে হাতে কলমে শিক্ষা নিতে। পাঠ্য বই থেকে আমরা তথ্য পাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা পাই ইনোভেটিভ আইডিয়া থেকে। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা শুধুমাত্র বিজ্ঞানী, ইসরো বা আইসিএআর থেকে আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। ছাত্রছাত্রীরাও অনেক কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি ত্রিপুরার বাঁশ ব্যবহার করে নতুন-নতুন জিনিস তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বায়োটেকনোলজি কাউন্সিল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে আমরা একটি নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া গ্রহণ করেছি। একটা গ্রামকে মাশরুম চাষের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলাপাতায় কিভাবে মাশরুম চাষ করা যায় তা আবিষ্কার করেছে ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, দেশে এর আগে ৩৬টি ইনোভেশন হাব ছিল। সুকান্ত অ্যাকাডেমির ইনোভেশন হাবটি দেশের ৩৮ তম ইনোভেশন হাব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, কলকাতাস্থিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের অধিকর্তা ইন্দ্রনীল সান্যাল, ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স ও টেকনোলজির মেম্বার ডেপুটি সেক্রেটারী বি চক্রবর্তী ও উচ্চশিক্ষা দফতরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস।

অ্যাডভান্স জুটলো না এসপিও'দের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ অক্টোবর।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং হোমগার্ডরা প্রথম দিকে বঞ্চিতদের তালিকায় ছিলেন। তবে কিছুটা দেরিতে হলেও তাদেরকে নিয়ে সম্বিত ফিরেছে রাজ্য সরকারের। শনিবারই রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং হোমগার্ডদের পুজোর অ্যাডভান্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বঞ্চনার তালিকায় থেকে গেলেন এসপিও জওয়ানরা। অন্যান্য বছর এসপিও জওয়ানরাও পুজোর সময় ৫ হাজার টাকা অ্যাডভান্স পেতেন। কিন্তু এবার তাদের ভাগ্যে সেই টাকাও জুটলো না। এমনিতেই রাজ্যের এসপিও জওয়ানরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার। চাকরিতে নিয়মিতকরণ, বেতন ভাতা সব দিক থেকেই তারা বঞ্চিত। স্বাভাবিকভাবে পুজোর অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রেও এসপিও জওয়ানদের বঞ্চিত করায় সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সবাই। এসপিও জওয়ানরা প্রতিমাসে বেতন বাবদ হাতে পান মাত্র ৬১৫৬ টাকা। আর সেই টাকা দিয়ে সংসার প্রতিপালন করা কতটা কষ্টকর তা এসপিও জওয়ানদের চাইতে আর কেউ বলতে পারবেন না। দীর্ঘদিন ধরে এসপিও জওয়ানরা চাকরিতে নিয়মিতকরণের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এবার পুজোর অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করায় আরও বেশি ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু, এবার এসপিও জওয়ানরা অ্যাডভান্স পাননি তাই পুজোর মুখে সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ সেই পরিবারগুলি কিভাবে পুজো কাটাবে তা একটি বারের জন্যও চিন্তা করেনি সরকার।

কর্মী শূন্য জনঔষুধি কেন্দ্র, দুর্ভোগে রোগীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ অক্টোবর।। সরকার সাধারণ মানুষদের সুযোগ-সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থা করলেও তা সঠিকভাবে জনসাধারণের হাতে পৌঁছতে পারছে না তার কারণ এই কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের গাফিলতির কারণে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জন ঔষুধি কেন্দ্রে গ্রাহকদের জন্য খোলা হলেও সঠিক সময়ে সেই পরিষেবার লাভ উঠাতে পারছে না গ্রাহকরা বলে অভিযোগ। জন ঔষুধি কেন্দ্রে এসে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা খোয়াই জেলা হাসপাতালের জন ঔষধি কেন্দ্রে। গ্রাহকদের অভিযোগ, দীর্ঘ এক ঘন্টা যাবত অপেক্ষা করেও দেখা মিলেনি দায়িত্ব প্রাপ্ত ফার্মাসিস্টের। যার জন্য চরম হয়রানিতে পড়েছেন সিনিয়র সিটিজেনরা। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জন ঔষুধি কেন্দ্রটির কাউন্টার খোলা থাকলেও দেখা নেই কর্মচারীর। অভিযোগ, খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঔষধ নেওয়ার জন্য আসলে এইরকম হয়রানিতে পড়তে হয় তাদের। প্রায়সময়ই নাকি এরকম হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সঠিক পরিষেবা প্রদানে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি করছে গ্রাহকরা।

শিবনগর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পুজো আয়োজন।

কুঞ্জবন সেবক সংঘের পুজো আয়োজন।

পেট্রোল-ডিজেলের রেকর্ড দাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। প্রত্যেকদিনই পেট্রোলের দামে নতুন রেকর্ড স্থাপন হচ্ছে। দেশের সঙ্গে রাজ্যেও লাগামহীন হচ্ছে পেট্রোলের দাম। পুজোর মরশুমে পেট্রোলের দাম দ্রুত বাড়লেও সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত সাধারণ নাগরিকদের স্বস্তি দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই। শনিবার পেট্রোলের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ১০৪ টাকা ৮ পয়সায়। এই দাম ছিল আগরতলায়। রাজ্যের ইতিহাসে আগে কখনো পেট্রোলের দাম ১০৪ টাকা অতিক্রম করেনি। এদিন দাম বাড়ে আরও ৩০ পয়সা। অক্টোবর মাসে প্রত্যেকদিন পেট্রোলের দাম বেড়েছে। এমন একদিন বাদ যায়নি যেদিন দাম বাড়েনি। বিরোধীদের আন্দোলনের চাপের মধ্যেও পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করতে কখনো থামেনি সরকার এবং তেল সংস্থাগুলি। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির কথা বলে প্রত্যেকদিন নতুন করে দাম চড়ছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক লিটার পেট্রোলের সঙ্গে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার আলাদাভাবে বিপুল পরিমাণে ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকদিন এখন ২৮ থেকে ৩০ পয়সার মধ্যে পেট্রোলের দাম বাড়ছে। শনিবার ডিজেলে দাম বেড়েছে ৩৬ পয়সা। ডিজেলে দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৯৬ টাকা ৪১ পয়সা। ডিজেলের দামের ক্ষেত্রেও এটা রাজ্যে নতুন রেকর্ড। অক্টোবরে এখন পর্যন্ত ডিজেলে দাম বেড়েছে ২.৪৬ শতাংশ হারে। লাগামহীনভাবে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় অটো ভাড়াও ব্যাপকহারে বেড়েছে। ৫-৬ কিলোমিটার পথের জন্য অটো ভাড়া ২০ থেকে ২৫ টাকা নেওয়া হচ্ছে। কোনও ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই যাত্রীদের অভিযোগ। সরকারি নির্দেশিকা পরিবহণে ভাড়ার ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। যদিও সরকারি তরফে এনিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। রাজ্যে পেট্রোলের দাম কিছুদিন আগেই সেঞ্চুরি অতিক্রম করে নিয়েছিল। এখন এই দাম ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। পেট্রোলের দামের সঙ্গে রাস্তাঘাটের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হচ্ছে। যে কারণে যানবাহনে পেট্রোল তুলনামূলক বেশি খরচ হচ্ছে। স্বভাবতই দামের বোঝা নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র মানুষের উপর বেশ পড়ছে। উৎসবের মরশুমে পেট্রোলের দাম কমানো নিয়ে এখন পর্যন্ত সরকারি কোনও উদ্যোগ নেই। রাজ্য অথবা কেন্দ্র সরকার কেউই ট্যাক্সের ছাড় দিচ্ছে না। যে কারণে শীঘ্র পেট্রোপণ্যের দামে স্বস্তি পাওয়ার পথ দেখছেন না সাধারণ নাগরিকরা।

প্রশাসনের ঢিলেমিতে লাগামহীন বাজার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। পেঁয়াজের দাম লাফিয়ে বাড়লো কিলো প্রতি ৬০ টাকা দরে। গত ১৫ দিনের মধ্যেই পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ২৫ টাকা। একই সঙ্গে পুজোর বাজারে এলইডি লাইট, বাড়ি সাজানো ছোট লাইটের দাম দুই থেকে তিনগুণ বেড়ে গেছে। যদিও মহকুমা শাসক অথবা খাদ্য দফতরকে এখনও পর্যন্ত বাজার নিয়ন্ত্রণে নামতে দেখেননি সাধারণ ক্রেতারা। লাফিয়ে দাম বাড়লেও বাজারে খেয়াল রাখছে না প্রশাসন। পুজোর দিনগুলিতে বাজারের দামে কাহিল অবস্থা গরিব এবং সাধারণ নিম্নবিত্তদের। এমনিতেই রাজ্যে করোনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা রয়েছে। সদর এলাকায় ১৪৪ ধারাও জারি করা আছে। পুজোর বাজারে শকুন্তলা রোড এবং হরিগঙ্গা বসাক রোডে করোনার নির্দেশিকা অমান্য করেই জড়ো হচ্ছে ভিড়। বাজারগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কোনও দৃশ্য নেই। কলাপাতার মতোই সরকারি নির্দেশিকা দেওয়া আছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বাজারগুলিতে দামের বিষয়েও নজর রাখার কথা রয়েছে। কিন্তু সাধারণ ক্রেতাদের অভিযোগ, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে বিদ্যুতের আলো, বস্ত্র কিছুতেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই। শহরের বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেছে। যে কারণে সবকিছুতেই দাম কয়েকগুণ বেড়েছে। সরকারি কর্মচারীদের হাতে অবশ্য এই বছর দুর্গাপুজোর আগে বিনা সুদে অগ্রিম টাকা এসেছে। এই টাকা খরচ হচ্ছে বাজারে। কিন্তু যে হারে দাম ঊর্ধ্বমুখী এই ২০ হাজার টাকাতে পুজোর আগেই নিঃশেষ হয়ে যাবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। এর বড় একটি কারণ অবশ্যই বাজারে নিয়ন্ত্রণ নেই। খাদ্য দফতর এবং মহকুমা প্রশাসন রয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু তাদের বাজারে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। অনেকের মধ্যে গুঞ্জন সংশ্লিষ্ট দফতরের অফিসার কি বাজারও করেন না? বাজার করলে তো বর্ধিত দাম দেখার কথা। এমনিতেই পেট্রোল-ডিজেলের দামে দিনদিন নতুন রেকর্ড স্থাপন করছে। এর সঙ্গেই বাজার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলো গরিব মানুষ কোথায় যাবে? এমনিতেই করোনা অতিমারির ফলে সাধারণ নাগরিকদের হাতে টাকা নেই। পুজোর আনন্দেও তারা দাম বৃদ্ধির কারণে ঠিকভাবে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করতে পারবেন না। দ্রুত বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন না নামলে পুজোয় আরও খারাপ অবস্থা হবে সাধারণ নাগরিকদের। পুজোর পরই সম্ভবত পুর ভোট ঘোষণা হবে। পুর এলাকার নাগরিকরা শহরের বাজারগুলিতে প্রত্যেকদিন দাম বৃদ্ধি দেখে যাচ্ছেন। প্রশাসনের গাফিলতির ফলে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষোভ যে সরকারের উপর পড়বে তা একদিকে নিশ্চিত। বিশেষ করে বেকায়দায় পড়বেন শাসক দলের নেতারা। কারণ তাদের কাছে ভোটাররা প্রশ্ন করবেন। এটাই স্বাভাবিক। দাম নিয়ন্ত্রণে না থাকলে ভোটারদের জবাব কতটুকু দিতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারোর কারোর অভিযোগ, শাসক দলকে বেকায়দায় ফেলতেই প্রশাসনের কিছু কর্মী বাজারে অভিযান বন্ধ রেখেছে। দ্রুত জিনিসপত্রে দাম বাড়লেও প্রশাসনের এই আধিকারিকরা চুপ করে আছেন। এটা যে শাসক দলের বিরুদ্ধে যাবে এটা তারা জানেন না এমনটা হতে পারে না বলেই শহরবাসীদের বিশ্বাস।

চন্দন গাছ চুরি, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ৯ অক্টোবর ।। বাড়িঘরের পর এবার গাছ চুরিও শুরু হলো। রাতের অন্ধকারে দামি গাছ কেটে নিচ্ছে চোররা। এমনই ঘটনা সামনে এসেছে গান্ধীগ্রামের পিসি পাড়ায়। এই এলাকার হারাধন সূত্রধরের বাড়ি থেকে চন্দন গাছ কেটে নিয়েছে চোররা। শুক্রবার গভীর রাতে করাত দিয়ে গাছ কাটা হয়। দামি চন্দন গাছ কেটে নিয়ে যায় চোর। এই ঘটনায় হারাধন অভিযোগ করেছেন এভাবে গাছ চুরি আগে কখনোই হয়নি। এই প্রথম হয়েছে। কে বা কারা গাছ চুরি করেছেন তিনি বলতে পারছেন না। গান্ধীগ্রাম এলাকায় একমাস আগেই একটি বেসরকারি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পঙ্কজ চক্রবর্তীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছিল। এই চুরির ঘটনায়ও এখন পর্যন্ত কাউকেই আটক করতে পারেননি পুলিশ। এমনকী সি সি ক্যামেরা দেখেও চোর শনাক্ত করতে পারেনি। একের পর এক চুরি নিয়ে পুজোর আগে আতঙ্কিত গোটা গ্রাম। গ্রামের অনেকেই এখন বাড়ি বাড়ি সি সি ক্যামেরা লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। বাড়ি খালি রেখে কেউ-ই বের হতে চাইছেন না।

শহরে ফের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। গৃহশিক্ষকতা করতে গিয়ে হারালেন বাইক। ছাত্রীর বাড়ির সামনে থেকেই চুরি গেলো টিআর-০১-এজে-৫২২৮ নম্বরের বাইক। দিনের আলোতেই চুরি গেছে বাইকটি। বাইকের মালিক প্রজ্জল সরকার পূর্ব থানায় একটি মামলা করেছে। প্রজ্জলের বাড়ি দক্ষিণ বাধারঘাট। তিনি বিদ্যাসাগরে দেবাংশু দাসের বাড়ির সামনে গৃহশিক্ষকতা করতে গিয়েলিন। সেখানেই বাড়ির সামনে বাইক লক করে গৃহশিক্ষকতা করতে যান। বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ বেরিয়ে দেখেন বাইকটি নেই। আশপাশে খবর নিয়েও বাইকের সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত পূর্ব থানায় মামলা করেছেন। পূর্ব থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮২ ধারায় মামলাটি নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আগরতলায় বেড়েছে বাইক চুরি। এক কুখ্যাত বাইক চোরকে আটক করে দিয়েছিল শহরবাসীরাই। কিন্তু তার থেকে চুরি যাওয়া বাইক সম্পর্কে তথ্য নিয়ে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এমনকী উদ্ধার করতে পারেনি চুরি যাওয়া বাইকও।

পাচারের সময় আটক গাঁজা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। গাঁজা পাচারে নিরাপদ পথ বামুটিয়া সীমান্ত এলাকা। প্রত্যেকদিন এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে গাঁজা-সহ নানা নেশা সামগ্রী যায়। আবার ওই প্রান্ত থেকে অন্যান্য নেশা সামগ্রীও আসছে। শেষ পর্যন্ত বামুটিয়া সীমান্ত এলাকায় এক বাড়িতে অভিযান করে ১০০ কিলো শুকনো গাঁজা পেলো পুলিশ। এসডিপিও কমল মজুমদারের নেতৃত্বে শনিবার বামুটিয়ার কাছে কালীবাজারে স্বপন দাসের বাড়িতে অভিযান করা হয়। অভিযানে গাঁজার প্যাকেটগুলি উদ্ধার হয়। গ্রেফতার করা হয় স্বপনকে। পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্তের ওপারে শনিবার সন্ধ্যায় গাঁজার প্যাকেটগুলি পাচার করা হতো। এই জন্যই মজুদ করা হয়েছিল গাঁজা। সীমান্তের আরও কয়েকটি বাড়িতে একই কায়দায় গাঁজা মজুদ করা হয়। কিন্তু পুলিশের কাছে গাঁজা মজুদের কথা চলে আসে। যথারীতি পুলিশ গিয়ে ১০০ কিলো গাঁজা উদ্ধার করে। তবে বামুটিয়া ফাঁড়ির সঙ্গে নেশা কারবারিদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রত্যেক মাসে শুধুমাত্র নেশা কারবারিদের থেকেই ফাঁড়ির আয় ন্যূনতম ৮ লক্ষ টাকা। কয়েক বছর ধরেই এই ফাঁড়িতে টিকে আছেন সাবইন্সপেকটর স্বপন বর্মণ। তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ উঠলেও ওসির পদ থেকে স্বপনকে সরাতে পারেননি কেউ। তদন্তে কোনও ধরনের সফলতা না থাকলেও স্বপন শাসক দলের নেতাদের কাছে জনপ্রিয়। যে কারণে তাকে খোদ এসপি পর্যন্ত সরাতে পারবেন না বলে এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে। এদিকে, লেফুঙ্গা ইয়াছিকা এলাকায় ৭ হাজার গাঁজা গাছ নষ্ট করলো পুলিশ। গোটা এলাকাই গাঁজা চাষ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু পুলিশ কখনোই এই এলাকায় গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযান করে না। এদিন এসডিপিও কমল মজুমদারের নেতৃত্বে অভিযান হয়। অভিযানের পর থেকে বাকি গাঁজা ব্যবসায়ীরা নাকি লেফুঙ্গা থানার ওসির সঙ্গে আলাদভাবে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। কারণ থানার অনুমতি ছাড়া কেউই গাঁজার চাষ করতে পারবেন না বলে আগে থেকেই হুলিয়া জারি ছিল। এমনটাই অভিযোগ রয়েছে। ইয়াছিক এলাকায় প্রায় কয়েক কানি জমিতে পুলিশের অনুমতি ছাড়াই গাঁজার চাষ হয়েছিল। সব গাছই কেটে নষ্ট করা হয়েছে।

ওয়ারিশ চিটফাণ্ডের সম্পত্তির হিসেব দিতে বললো উচ্চ আদালত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। চিটফাণ্ড সংস্থা ওয়ারিশ'র ক্রোক করা সম্পত্তির হিসেব দিতে বললো ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। জেলে বন্দি ওয়ারিশের কর্ণধার শ্যান আহম্মেদ ওয়ারসির কাছে এই হিসেব ৬ সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে। শ্যান আহম্মেদ এখন উদয়পুর জেলে বন্দি রয়েছে। তার সম্পত্তির হিসেব উদয়পুর জেলা সংশোধনাগারে সুপারের মাধ্যমে দিতে হবে। সেন আহম্মেদ ওয়ারসি রাজ্যের আমানতকারীদের টাকা ফিরিয়ে দিতে উচ্চ আদালতে আবেদন করেছেন। আবেদনটি ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে শুনানি হয়। শ্যান আহম্মেদের পক্ষে উচ্চ আদালতের মামলার শুনানি করেন কৌশিক রায়। তিনি জানান, ২০১১ সাল থেকেই জেলে বন্দি তার মক্কেল ওয়ারিশ গ্রুপের অধিকর্তা শ্যান আহম্মেদের দাবি রাজ্যে তার ৭৫ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কতটুকু সম্পত্তি রয়েছে তা তিনি জানেন না। সম্পত্তি ক্রোক করে রেখেছে সরকার। ক্রোক করা নিজের সম্পত্তি থেকে এই আমানকারীদের টাকা ফেরত দিতে চাইছেন। তার দাবি, আমানতকারীদের টাকা সম্পত্তি থেকে সহজেই দেওয়া যাবে। উচ্চ আদালতে ৭ অক্টোবর মামলার শুনানি হয়। প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি অরিন্দম লোধ আবেদনকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন উদয়পুর জেলের সুপারের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে। আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যেই আবেদন জানাতে হবে। এর ৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পত্তির হিসেব দিতে হবে ওয়ারিশকে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় জাঁকিয়ে বসেছিল চিটফাণ্ড সংস্থাগুলি। একের পর এক চিটফাণ্ড সংস্থা ত্রিপুরার সাধারণ নাগরিকদের কোটি কোটি টাকা লুটে নেয়। রোজভ্যালি, ওয়ারিশ, বেসিল, আয়কোর-সহ বহু চিটফাণ্ড সংস্থা রাজ্যে গজিয়ে উঠে। বামফ্রন্ট আমলে এই চিটফাণ্ড সংস্থাগুলি রাজ্যের নাগরিকদের কয়েকশো কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এসব নিয়ে মামলা হয়। মামলার তদন্তে গঠন করা হয় সিট। সিটের আবেদনে চিটফাণ্ড সংস্থাগুলি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করে রাজ্য সরকার। ক্রোক করা সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র ভবনের পাশে রোজভ্যালির বিশাল আকার বাড়ি। এছাড়া রোজভ্যালি পার্ক, বড়দোয়ালীতে রোজভ্যালির অপার্টমেন্ট-সহ ওয়ারিশের বহু বাড়িঘর। এগুলি ক্রোক করা হলেও আমানতকারীদের কারোর টাকাই ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এই প্রথম কোনও চিটফাণ্ড সংস্থা আমানতকারীদের টাকা ফিরিয়ে দিতে উচ্চ আদালতে মামলা করেছে।

রাম ও বামের ঘরে তৃণমূলের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ অক্টোবর।। বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাইখোলা পঞ্চায়েতের ৪৫ পরিবারের ২১২ জন ভোটার শনিবার বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনে ওই এলাকার জনগণ সব দিক থেকে বঞ্চিত। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম'র উপর বিরক্ত হয়ে অনেকেই বিজেপিতে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন সরকার গঠিত হওয়ার ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এলাকাবাসীর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েনি। ওই এলাকার মানুষ এখনও বঞ্চনার তালিকাতেই থেকে গেলেন। বঞ্চনার অবসান ঘটাতে তারা শনিবার দল বদল করেন। এদিন বিকেলে পাইখোলা পঞ্চায়েতের মোহনদাড়িয়া এলাকায় ভুবন দেবনাথের বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই ২১২ জন ভোটার বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। রাজ্য তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ত্রিদিব দত্ত দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত সেন, কাজল বণিক-সহ আরও অনেকে।